

সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?

উত্তর: দুর্নীতিবিষয়ক খানা জরিপ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে ক্ষুদ্র দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এই জরিপ সারাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন।

প্রশ্ন: খানা ও খানার সদস্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জরিপ করার সময়ের আগে কমপক্ষে ছয়মাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন, গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: খানা প্রধান হিসেবে কাকে বিবেচনা করা হয়েছে?

উত্তর: পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানা প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাকে বিবেচনা করা হয়েছে?

উত্তর: খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে এমন সদস্যকে খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?

উত্তর: টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত (১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩ ও ২০২৫) মোট ১১টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন: এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো খানাগুলো সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা; খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে?

উত্তর: ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হয়। তবে সেবাখাতে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় ছিল নভেম্বর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

প্রশ্ন: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এর জরিপ পদ্ধতি কী?

উত্তর: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling (IMPS)-এর তথ্য ব্যবহার করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Two Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতিতে জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে বিভাজন করে সমান সংখ্যক নমুনা পাওয়ার লক্ষ্যে IMPS ব্যবহার করে প্রতিটি স্তর থেকে ৩১ থেকে ৮৩টি Primary Sampling Unit (PSU) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সর্বমোট ১ হাজার ১৪৯টি (গ্রামাঞ্চলে ৬৬৪টি, শহরাঞ্চলে ৪৮৫টি) ‘পিএসইউ’ নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-এর মধ্যে IMPS এ উল্লিখিত খানাসমূহের তালিকা তৈরি করা (listing) হয়, এবং এই তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক দৈবচয়নের (Systematic Random Sampling) মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সংখ্যক খানা নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক পিএসইউ থেকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ১৩/২৬/৩৪টি খানা নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: জরিপে প্রতিনিধিত্বশীলতা কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক বিভাজন এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক ভর (Statistical weight) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এ নমুনায়ন সমগ্র দেশের ও বিভাগভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মান নিশ্চিত করে। এছাড়া জরিপে প্রাপ্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত সর্বশেষ

জনশুমারি ও খানা আয়-ব্যয় জরিপের ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা জাতীয় খানা জরিপের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও দৃঢ় করে।

প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: জরিপের পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবির গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক এবং জরিপকাজে অভিজ্ঞ ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী এবং ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ প্রদান করা হয়, এবং তাদের ১১ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট সম্পন্নসহ ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জরিপের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়। এ ছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম KoboToolbox ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং টিআইবির PACTApp-এর সার্ভারে ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়। জরিপের সময় টিআইবির গবেষক দল প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী দলের খানা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান করে। পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবি'র গবেষকদের দিক-নির্দেশনায় মাঠ তত্ত্বাবধায়কেরা নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। এছাড়া সংগৃহীত উপাত্তের শতভাগ 'রেকর্ড চেক' করা হয় এবং গবেষণা দল ও তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা সংগৃহীত উপাত্তের ব্যাক-চেক (২.৫ শতাংশ), স্পট ও অ্যাকোম্পানি চেক (৪.৫ শতাংশ) এবং টেলিফোন চেক (৩ শতাংশ) করা হয়।

প্রশ্ন: এই জরিপে দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন: জরিপে 'ঘুষ'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত ঘুষের সংজ্ঞা হচ্ছে 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'। নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (Corruption Perceptions Index-CPI) এবং 'দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: টিআইবি'র খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। এখানে আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য – প্রথমত, দুর্নীতির ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামতনির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে জরিপকৃত খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে এ জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতারা সেবা গ্রহণের সময় সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরা হয়। সিপিআই যেখানে সরকারি খাতে দুর্নীতির সামগ্রিক ধারণা তুলে ধরে, সেখানে খানা জরিপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা, গ্যাসসহ বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহীতাদের প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতার চিত্র উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন: এ জরিপটি কী সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?

উত্তর: না। এটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে, যেখানে অংশগ্রহণকারী খানার বিগত এক বছরে বিভিন্ন সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে তাদের অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্ন: এই জরিপে কী কী খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? কেন এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হলো?

উত্তর: এই জরিপে ১৭টি সুনির্দিষ্ট সেবাখাত/প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা, গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, জাতীয় পরিচয়পত্র-এনআইডি) ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এ সব খাত হতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবার সেবাগ্রহণ করে এবং মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসব সেবা খাতগুলোর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন: অন্যান্য সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: জরিপে অন্তর্ভুক্ত সুনির্দিষ্ট ১৭টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন: জরিপে বিভিন্ন খাতে ঘুষ লেনদেনের প্রাক্কলন (estimation) কীভাবে করা হয়েছে?

উত্তর: জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে সার্বিক এবং খাতভিত্তিক খানাপ্রতি গড় ঘুষ নির্ণয় করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট সময়ে অন্তত একবার সেবা গ্রহণকারী মোট খানার সংখ্যাকে হার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর তথ্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিয়ে ২০২৪-২৫ সময়ে দেশের মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরবর্তীতে গড় ঘুষের পরিমাণকে প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা দিয়ে গুণ করে প্রাথমিক প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট সেবাখাতের সেবাহ্রীতা খানার হার (service interaction rate) দ্বারা গুণ করে জাতীয় পর্যায়ে মোট ঘুষের চূড়ান্ত প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গড় ঘুষ = মোট ঘুষ/মোট সেবাহ্রীতা খানা; প্রাথমিক প্রাক্কলন = গড় ঘুষ x প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা; এবং চূড়ান্ত প্রাক্কলন = প্রাথমিক প্রাক্কলন x সেবাহ্রীতা খানার হার।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

উত্তর: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যাশার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় – ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জরিপের আওতাভুক্ত সেবাখাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে। খানা জরিপ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১৫.১ শতাংশ ও ২৫.২ শতাংশ); ২০২৩ এর মতোই খানা জরিপ ২০২৫-এ সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার পাসপোর্ট ও বিআরটিএ থেকে সেবা নিতে গিয়ে। তবে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৯ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে; খানা জরিপ ২০২৫-এ গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, ব্যাংকিং ও ভূমি খাতে। অপরদিকে, খানা জরিপ ২০২৫-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকা, যা ২০২৩-এর তুলনায় ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি, এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ। একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা; অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ’র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে

ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়; জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় – গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৬৬ শতাংশ বনাম ৫৮.৫ শতাংশ) হলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৪ হাজার ৮৬৪ টাকা বনাম ৫ হাজার ৭৫৭ টাকা)। তাছাড়া সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যা নিম্ন আয়ের খানার ওপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে। একইভাবে, নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হওয়া যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাহ্রীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা আংশিকভাবে চালু হলেও দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার ইঙ্গিত করে যে এসব সেবা এখনো দুর্নীতিসহায়ক; একইসঙ্গে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে সেবাহ্রীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সেবাহ্রীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন; এছাড়া ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া বেশিরভাগ খানা (৮১.৫ শতাংশ) ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে ‘ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না’ উল্লেখ করেছে, যা ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত থাকাকে নির্দেশ করে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় অর্ধেক খানার কোনো ধারণা নেই; অন্যদিকে দুদক সম্পর্কে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং জিআরএস সম্পর্কে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন। জরিপে প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ না করা এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু, দুর্নীতির শিকার হওয়া বেশিরভাগ (৬১.৩ শতাংশ) খানার মতে ‘সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করা প্রয়োজন মনে করিনি’, যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের অনীহা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ৩১ দফাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই জাতীয় সনদের আলোকে সেবাখাতসমূহের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সকল বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচির মূলধারায় সুশাসন, স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিবিরোধী উপাদানকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি সেবাসমূহকে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ করতে হবে, যাতে সেবাহ্রীতা ও সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমে আসে এবং দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস পায়। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে সেবা গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সেবা প্রদানের সময়সীমা, পদ্ধতি ও সেবাহ্রীতার

সঙ্গে আচরণের মানদণ্ড স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে। একই সঙ্গে সেবা গ্রহণ-পরবর্তী মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করে তা সেবাদাতাদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সেবাখাতে হয়রানি রোধ ও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে থ্রিভেস রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস) অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করা এবং এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। অভিযোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, এসএমএস, ই-মেইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক অভিযোগ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি এবং টোল-ফ্রি হটলাইন চালু ও কার্যকর করতে হবে। একই সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুদকের হটলাইন (১০৬) সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ, অভিযোগসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি ও ফলাফল নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং অভিযোগকারীকে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেবাপ্রার্থীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণশুনানি, সামাজিক নিরীক্ষা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত আয়োজন করা প্রয়োজন।

নাগরিকদের সহজে ও দ্রুত সেবাসংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে আরও কার্যকর ও তথ্যসমৃদ্ধ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত প্রকাশ ও হালনাগাদ করার মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও কৃষিসহ যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতির কারণে সেবা প্রদান ব্যাহত হয়, সেসব ঘাটতি দ্রুত দূর করার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ ও দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্পদ বিবরণীতে অসঙ্গতি বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তা যথাযথভাবে যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন, জনসম্পৃক্ত উদ্যোগ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসিসংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে টিআইবির তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো—মোবাইল: ০১৭১৪০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
